ঝিনাইদহে যুবক নিহতের ঘটনায় বাসে আগুন-ভাংচুর, প্রতিবাদে শ্রমিকদের সড়ক অবরোধ

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের মারধরে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গভীর রাতে ৩টি বাসে আগুন দিয়েছে বিক্ষুদ্ধ ছাত্র-জনতা। এর প্রতিবাদে সকালে সড়ক অবরোধ করে ঝিনাইদহের বাসের শ্রমিকরা।

গ্তকাল রোববার সকালে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে এ সড়ক অবরোধ শুরু হয়।

শ্রমিকরা সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে পোড়া বাস নিয়ে অবরোধ শুরু করে। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

উল্লেখ, গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় শহরের তাজ ফিলিং স্টেশনে তেল নেওয়াকে কেন্দ্র করে পাম্পের কর্মচারীদের পিটুনিতে নিহত হয় ফারদিন আহম্মেদ নিরব নামে এক যুবক। এ ঘটনায় রাতে শহরের আরাপপুরে একটি তেল পাম্প ভাংচুর ও রাত ২ টার দিকে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন নেয় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্যরা।

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মাহফুজ হোসেন বলেন, রাতে বাসে যারা আগুন দিয়েছে তাদের দ্রুত শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।

পুলিশ আশ্বাস নেওয়ার পর রাস্তা ছেড়ে দিয়েছে শ্রমিকরা। এবিষয়ে শহরের সুধিজনরা নাম প্রকাশ না করার সর্তে বলেন কথায় কথায় তারা বাস দোকান-পাঠ, বাসা বাড়িতে আগুন দেবে এটা মেনে নেওয়া যায়না। যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় যখন সারা শহরে শোক ও প্রতিবাদ চলছে সেই সুযোগে বৈসম্যবিরোধী নামধারী কয়েকজন ছাত্র-যুবক বাসে আগুন দিয়ে তিনটি বাস পুড়িয়ে দিয়েছে।

এর আগে পোষাকের সোরুম বন্ডে আগুনসহ কয়েকজনের ব্যবসায়

প্রতিষ্ঠান ও বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া একই সূত্রে গাথা। সব অপরাধের দৃষ্টান্ত মূলক বিচার দাবী করেন তারা।

বাসে আগুন দিয়ে অবরোধ পালনে বাধ্য করছে বিএনপি!

বিএনপির গত ২৮ অক্টোবরের মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীসহ সারা দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এ অবস্থায় যেকোনও ধরনের নাশকতা ও সহিংসতা ঠেকাতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী হার্ডলাইনে থাকবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু এরপরও থেমে নেই নাশকতা।

রবিবার রাতে রাজধানীর নীলক্ষেত মোড়ে একটি প্রাইভেট কারে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে ওই ঘটনার কিছুক্ষণ পর কাওরান বাজার এলাকায় আরেকটি পিকআপ ভ্যানে আগুন দেওয়া হয়। গাড়িতে থাকা সোফা সেটে আগুন ধরলেও, স্থানীয়রা দ্রুত আগুন নিভিয়ে ফেলে। রবিবার সন্ধ্যায় রাজধানীর পল্লবীতে শিকড় পরিবহনের একটি বাসে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা। এসময় প্রত্যক্ষদর্শী হাসান বলেন, রাতে আগুন ধরিয়ে সকালে যারা বের হবে তাদের ভয় দেখানো হয়। এটা যানমালের ক্ষতি, সে হিসাব করে না। আমরা আর অবরোধ চাই না।

বিএনপি ও জামায়াতের ডাকা ফের ৪৮ ঘণ্টা (৫ ও ৬ নভেম্বর) অবরোধ কর্মসূচির আগেই শনিবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ও রাতে রাজধানীর পৃথক স্থানে পরপর চারটি বাসে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এদিকে রবিবার (৫ নভেম্বর) সকাল ৬ থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দুটি বাসসহ একটি মিনি ট্রাকে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস রয়েছে। এদিন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বাংলামোটরে একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠেছে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাড়তি সতর্কতার পরও এত গাড়িতে অগ্নিসংযোগ কীভাবে হচ্ছে?

সোমবার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে রাস্তাঘাট ছিলো তারপরেও অনেকটা স্বাভাবিক। ড্রাইভার ছাড়া নিজে গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন সেজান।

তিনি বলেন, দশদিনের জন্য দেশে এসেছি। এসে এরমধ্যে পড়েছি। দিনের পর দিন বাড়িতে বন্দি করে রাখা এটা কেমন রাজনীতি?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রথমে ৭২ ঘণ্টা তারপর ৪৮ ঘণ্টার অবরোধ ঘোষণা করে দায় সারছে বিএনপি। তাছাড়া মাঠেও নেই তারা। শুধু জ্বালাও পোড়াও করে ভয় দেখিয়ে অবরোধ পালনে বাধ্য করছে। একের পর এক বাস পুড়িয়ে বাস্তার স্বাভাবিক চলাচল বিঘ্ন করতে চেষ্টা করছে। এটা কোনো ভাবেই রাজনৈতক দলের কর্মসূচি হতে পারে না।

নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রতিরোধের জায়গায় জনসচেতনতা ও জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে না পারলে চোরাগোপ্তা হামলা ঠেকানো যাবে না। একইসঙ্গে পুলিশের টহল আরও জোরদারের কথা বলছেন তারা। র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব) জানিয়েছে, গোয়েন্দা নজরদারি কার্যক্রম চলমান থাকবে। কেউ যদি কোনও ধরনের নাশকতা কিংবা সহিংসতার পরিকল্পনা করে, সঙ্গে সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে। যেকোনও উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় র্যাবের স্পেশাল টিম ও স্ট্রাইকিং ফোর্স রিজার্ভ রাখা হয়েছে।